জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৯, পৃঃ ১০৫-১২৪
© ২০১৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আকাঙ্ক্ষার স্বরুপ, আকাঙ্ক্ষা নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী ও পুরুষের সক্রিয়তা

মোঃ আজমাইন মুহতাসিম মীর*

অষ্টাদশ হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখালেখিতে আকাঙ্ক্ষা[১] নিয়ে ব্যাখ্যাসমূহ মানুষের গঠন এবং মানুষের সাথে স্বর্গীয় ভালোবাসার সর্ম্পকের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলো। গত শতাব্দীর ষাট দশক হতে ব্যক্তির পরিচয় অনুধাবনে এবং ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার রুপ বোঝা উত্তর আধুনিকতাবাদ, উত্তরকাঠামোবাদ এবং নারীবাদী তত্ত্বে অনেক গুরুত্ব লাভ করে (Brooker, 1999)। উত্তর কাঠামোবাদ বা নারীবাদীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা তার সমাজকাঠামো দ্বারা আকার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে পিয়ের বুর্দোর ব্যাখ্যা হলো, সমাজকাঠামোই ব্যক্তির মনোগড়ন, আচার-আচরণ, ও জীবনের আকাঙ্ক্ষা নির্ধারিত করে (Bourdieu,1984)।

মিশেল ফুকোর *History of Sexuality* এর তৃতীয় খন্ড *The Care of Self* গ্রন্থেও সমাজ আরোপিত বিধিনিষেধ দ্বারা কিভাবে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, বিশেষত যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রভাবিত হয়, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় (Foucault, 1986)। ফুকোর মতে, ষোড়শ শতাব্দীর পর হতে এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির নতুন সর্ম্পক তৈরী হয়। জনগণের প্রতিপালন, যত্ন সরকারের মূল আগ্রহের জায়গা হয়ে ওঠে (Rabinow,1991)। ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সফলতা বিষয়ে ডিসকোর্সসমূহ ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে আকার দেয়। উত্তরকাঠামোবাদী তাত্ত্বিকদের অনেকেই এভাবে সমাজ কাঠামোর মাঝে আবদ্ধ রেখে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা তৈরীর প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন। অধিকন্তু, তারা নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা তৈরীর পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে তা তুলে ধরেছেন। ফলতঃ তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা তৈরীর স্বীয় প্রক্রিয়া কিংবা অবস্থানটি কাঠামোর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। অন্যদিকে, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রথাগত লেখালেখিতে মানুষের আকাঙ্ক্ষার ধরন ও সেগুলো বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক আলোচনাই মুখ্য

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা
ই-মেইলঃ turiyaturzo@yahoo.com

থেকেছে। সেইসাথে, প্রথাগত আলোচনায় ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাকে খুবই প্রাকৃতিক হিসেবে প্রতিপন্ন করার কারণে এর ঐতিহাসিক, আর্থ-সামজিক রাজনৈতিক দিকটি উপেক্ষিত রয়েছে। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত দু'ধরনের ব্যাখার মধ্যে একটি ব্যাখ্যায় সমাজকাঠামো দ্বারা ব্যক্তির এজেন্সী পরিসীমিত হয়েছে; অন্যটিতে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সমাজ বা রাষ্ট্রের বিবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়নের একক হিসেবে ধরা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে গবেষণাকর্মের আলোকে রচিত এই লেখার[২] প্রথম উদ্দেশ্য হলো, বিদ্যাজগতে আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা তৈরীর প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহ হাজির করা। দ্বিতীয়ত, গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো কোন প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠে, নির্দিষ্ট করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও লিঙ্গভেদে আকাঙ্ক্ষা পূরণের সক্রিয়তা কি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অভিজ্ঞতাসমূহ কি, তা আলোচনা করা। এই লেখায় দ্বিতীয় অংশটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় অংশে, প্রথমত: গবেষণা এলাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আকাঙ্ক্ষা তৈরীতে কি কি প্রক্রিয়া প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, তা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: আকাঙ্ক্ষা তৈরীর শক্তিশালী ডিসকোর্সে ব্যক্তির ভূমিকা ও সক্রিয়তাসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিবিধ লেখালেখি ও তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় জীবনের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত বোঝাপড়া

ডেভিস (২০০২) *The New Culture of Desire* শীর্ষক লেখায় প্রত্যক্ষভাবে আকাঙ্ক্ষা বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। তার মতে, আমরা যখন কিছু চাই খুবই দৃঢ়তার সাথে চাই। কিন্তু, পূঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা প্রায়শঃ তা ঠিকমতো মেটাতে পারি না বলে অনুভব করি। এর কারণ হলো, পূঁজিবাদী সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত আমাদের মাঝে নানাবিধ আকাঙ্ক্ষা তৈরী করে এবং সেই চাহিদা পূরণের বিবিধ পথ বাতলে দেয়।পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, মানুষের এই বিবিধ আকাঙ্ক্ষাসমূহ তৈরীর পেছনে প্রযুক্তির পাশাপাশি মানব সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম সকল কিছু ক্রিয়াশীল রয়েছে।

অপরদিকে, ম্যাগো (২০০২) তার লেখায় সামোয়া সমাজে মানুষের স্বপ্নগুলো কিভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং কোন বিষয়গুলো স্বপ্নে প্রতিফলিত হয় তা তুলে ধরেছেন। যদিও ম্যাগো স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পুরোটাই আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বপ্ন সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট সমাজের মানুষ যে স্বপ্ন দেখে সেটা তার নিজ সমাজের আকাঙ্ক্ষার ধরন এবং চাওয়া পাওয়া সম্পর্কিত বক্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। মানুষের স্বপ্নের বিষয়বস্তু সমাজের মিথ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা নির্ভর হয়ে থাকে। আবার, সাংস্কৃতিকভাবে তৈরী আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাবনার আদান-প্রদান একটি 'ফ্যান্টাসি সিষ্টেম' গড়ে

তোলে। একটি নির্দিষ্ট সমাজে এই ফ্যান্টাসি কাঠামো ঐতিহাসিকভাবে তৈরী হয় যা সাংস্কৃতিক বাস্তবতার থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা কিছু নয়। ম্যাগোর মতে, মনের মাঝে যে চিন্তাগুলো কাজ করে তা সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে বিদীর্ণ আখ্যানের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে যায় এবং সাংস্কৃতিক মডেল হিসেবে গড়ে উঠে। তিনি মনে করেন, সমাজের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফ্যান্টাসী বাস্তবতা থেকে ভিন্ন কিছু নয়, সমাজের বাস্তবতা হতেই ফ্যান্টাসী উদ্ভূত হয় (Mageo, 2002)। ম্যাগোর মতে, স্বপ্ন যে সমাজের ইতিহাসনির্ভর, সে সমাজের সাংস্কৃতিক মডেলের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু, তিনি শুধুমাত্র যেসব বিষয় দ্বারা স্বপ্ন প্রভাবিত হয় বা সময়ের সাথে স্বপ্নের *টেক্সট* বদলে যায় সে আলোচনায় সীমাবদ্ধ থেকেছেন। অধিকন্তু, ম্যাগোর লেখায় ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা কি কি প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠে এবং সে অনুযায়ী তার সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতা কি হয় সেই আলোচনা অনুপস্থিত থেকেছে।

মার্গারেট মীড এর (১৯২৮) *Coming of Age in Samoa* এথনোগ্রাফিতে সামোয়া সমাজের মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। মীড দেখান, সামোয়া সমাজে তেমন টানাপোড়েন নেই কারণ সমাজে সকলের জীবনযাপন প্রণালী একই রকম। কিন্তু, আমেরিকার মানুষের জীবনযাপন প্রণালী বৈচিত্র্যময় হওয়ার কারণে বয়োসন্ধিকালে শিশুরা কোন পথটি বেছে নেবে, তাদের আকাঙ্ক্ষা কি হবে তা নিয়ে তারা দ্বিধা ও সমস্যায় ভোগে (Mead, 1928)। যদিও তিনি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করেননি কিন্তু বয়োসন্ধিকালে নারী ও শিশুদের মধ্যে এ সংক্রান্ত ভাবনা, পরিবারে ও সমাজে বেড়ে উঠার প্রক্রিয়াসমূহ ইত্যাদি বিষয় তার এথনোগ্রাফিতে স্থান পায়। মীড আমেরিকান নারীদেও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সামোয়ান নারীরা একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় বলে একটি সাধারনীকরণ করা হয়েছে। একইসাথে, তিনি আমেরিকান বা সামোয়ান সমাজে ব্যক্তিভেদে নারীর আকাঙ্ক্ষার স্বরুপ এবং ব্যক্তির সক্রিয়তা দেখেননি। অন্যদিকে, উত্তর কাঠামোবাদী তত্ত্ব অনুসরণে এবং ন্যারেটিভ অ্যাপ্রোচভিত্তিক সসট্যাক (২০০০) এর বিখ্যাত এথনোগ্রাফি *Nisa* থেকে কুং সমাজে নারী ও পুরুষের জীবনের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সসট্যাক তার এথনোগ্রাফিতে কুং সমাজের যৌনজীবন, বিয়ে এবং কর্মজীবনে নারীর সক্রিয়তা তুলে ধরেন। তবে, তার গবেষণায় নারীর যৌনজীবনের সক্রিয়তার বিষয়টিকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে সত্তা যেভাবে প্রভাবিত হয়, পারিপার্শ্বিক ও নিজ বোঝাপড়া দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে যে বিবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং এসবের মধ্যে দিয়ে সত্তা কিভাবে গড়ে উঠে তা বুঝতে স্নিগ্ধা'র (২০১০) সত্তা বিষয়ক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাহায্য করেছে। স্নিগ্ধার কাজে সত্তা

নির্মাণে আকাঙ্ক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় বলে বিবেচিত হয়। তিনি দেখান, ব্যক্তি তার নিজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় প্রতিনিয়ত নিজেকে নির্মাণ করে। প্রয়োজন সাপেক্ষে নির্মিত সত্তার পরিধিকে খন্ডন করে এবং তার সত্তাকে পুনঃপ্রত্যয়ন করে। একদিকে সত্তাগত চেতনাবোধ কখনো কখনো সচেতন ও অবচেতন পরিসরে ব্যক্তিকে তার নিজ সত্তার নির্মাণ, পুনঃনির্মাণে উদ্যোগী করে তোলে আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ প্রক্রিয়া ব্যক্তির চেতনা গঠনে প্রভাব রাখে (স্নিগ্ধা, ২০১০)। অপরদিকে, সত্তা প্রসঙ্গে Osterwegel I Wicklund (1994) তাদের লেখায় সত্তার সাথে পরিচয়ের *(Identity)* পার্থক্য নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। বসমা'র *Identitiy Vs Self Distinctio* বিষয়ক আলোচনায় তারা দেখান, বসমা কিভাবে এই দুটোর মধ্যে সাবজেক্টটিভ ও অবজেক্টটিভ হিসেবে পার্থক্য টেনেছেন। যেখানে প্রথমটি অবজেক্টটিভ পরিচিতি এবং অপরটি অর্থাৎ সত্তা হলো সাবজেক্টটিভ। যেমন: মানুষের প্রথম পরিচয় হলো তার জাতীয়তা, তার লিঙ্গগত পরিচয়। অন্যদিকে, এই জাতীয়তা বা লিঙ্গ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি সচেতনতাকে বলা হচ্ছে আত্ম বা সত্তা। পরিচয় বা আইডেন্টিটির মূল জায়গা হলো সত্তার গতিশীলতা এবং সামাজিক স্বীকৃতি। সত্তা প্রত্যয়টি সামাজিক ক্যাটাগোরাইজেশনের উপর নির্ভর করে বলে তারা দেখান। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতায় সত্তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে তেমনি কোন কোন প্রেক্ষিতে সামাজিক পরিচিতি প্রধান হয়ে যায়।

জাক লাকাঁর (১৯৭৭) আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্যক্তির কোন কিছুর সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা মানে আদতে সেই বিষয়ে অন্যদের আকাঙ্ক্ষা। জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশু তার জৈবিক চাহিদা পূরণে পিতামাতা, ভাইবোন ও পরিবেশের সাথে আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃবৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপন করে। লাকাঁর মতে, কোন শিশুর আত্ম সম্পর্কিত চেতনার উৎপত্তি ঘটে অন্যের সাথে তার স্বরূপকে মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে। তিনি বলেন, কোন একটি অবজেক্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেটি ঐ নির্দিষ্ট অবজেক্টকে ঘিরে শিশুর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরী করে। কিন্তু, যখনই এই আরোপিত যোগ্যতা তুলে নেওয়া হয় তখন অবজেক্টটির গুরুত্ব থাকেনা। আর, এভাবেই একজন ব্যক্তি সামাজিকীকরণের অন্য সব পর্যায়ের মধ্যেও বেড়ে উঠতে থাকে। লাকাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা কিভাবে অন্যের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে তা অনুধাবন করা যায় (Lacan,1977)।

পিয়ের বুর্দো (১৯৭৭) তার *Outline of a Theory of Practice* গ্রন্থে সমাজ কাঠামো ব্যক্তিজীবনে কি প্রভাব তৈরী করে তা আলোচনা করেন। বুর্দোর মতে, সমাজের প্রাধান্যশীল কাঠামো অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনবোধ গড়ে উঠে। সমাজে কেউ যদি এই কাঠামোর বাইরে যায় তাহলে সমাজে তাকে তিরস্কার করা হয় ও সমাজ নির্দেশিত

আইন কানুন মান্যকারী ব্যক্তিদের থেকে তাদের আলাদা করে ফেলা হয়। তাই সমাজে সকলেই প্রত্যাশিত সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ক্রম *(Social order)* এর প্রতি অনুগত থাকে। তিনি দেখান, সমাজকাঠামো এমনভাবে একটা ছন্দ *(Rhyhm)* এর মধ্যে চলে যে আমরা এই ছন্দ সাধারণত বজায় রাখি। বুর্দো সমাজে বিদ্যমান বয়সভিত্তিক ও লিঙ্গীয় স্তরায়ন নিয়ে কাজ করেন। তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে, নানা উপাদানের মধ্যে দিয়ে সমাজে মর্যাদাস্তর তৈরী হয় এবং প্রতীকীভাবে একধরনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এসব স্তরায়ন করা হয়। বুর্দোর কাছে সামাজিক বাস্তবতা রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরীর একটি মুখ্য ক্ষেত্র। তিনি দেখান কিভাবে ডিসকোর্সসমূহ, প্রবাদ-প্রবচনসমূহ ও কাঠামো *হ্যাবিটাসের* সাথে সম্পর্কিত। বুর্দোর এই ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সমাজে কি মানদন্ডের ভিত্তিতে আচরণ করবে, জীবনযাপনের আদর্শ ফর্মগুলোকে আয়ত্ত করবে সে প্রসঙ্গে যেমন বোঝাপড়া তৈরী হয়, তেমনি ব্যক্তির অভ্যাস, আচরণ যেভাবে পরিস্থিতি ও সামাজিক বাস্তবতা অনুযায়ী তৈরী হয় সেটিও অনুধাবন করা যায়।

উত্তরকাঠামোবাদী তাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর ক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয় যে সমাজে প্রত্যেকটি মানুষ কিভাবে ক্ষমতার বিষয়ে পরিণত হয়। মানুষ কিভাবে সাবজেক্টে পরিণত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করতে তিনি দুটো প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। একটি হলো ব্যক্তি অন্যের অধীন এবং অপরটিতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি অন্যের অধীন হয়ে যায়। ফুকো বলেন ক্ষমতা একটি আন্তঃসর্ম্পকীয় ব্যাপার, এটি কেন্দ্রীয় বা শাসকের বিষয় না। চারিদিকে যে বিভিন্ন বিষয় সর্ম্পকে ডিসকোর্স রয়েছে এর সাথে ক্ষমতা মিলেমিশে আছে। তাই ডিসকোর্স আবিস্কার করতে না পারলে ক্ষমতাকে দেখা সম্ভব না। আমরা নিয়ত এই শক্তিশালী ডিসকোর্স সমূহে বসবাস করি। ফুকো তিনটি *মোড Dividing Practice, Scienctific classification* এবং *Subjectification* প্রসঙ্গে বলেন যার মধ্যে দিয়ে মানুষ বিষয় থেকে বস্তুতে রুপান্তরিত হয়। এই তিনটি *মোডের* মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি এই লেখায় তথ্য বিশ্লেষণে ভূমিকা রেখেছে। ফুকো প্রথমটি প্রসঙ্গে বলেন, সমাজে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে ও বিষয়ের মধ্যে ভেদ বিচার করা হয়। যেমন সুস্থের সাথে অসুস্থের, ভালোর সাথে মন্দের, সাদার সাথে কালোর ইত্যাদি। এই ভেদবিচারে একটির অবস্থান সুপিরিয়র থাকায় অন্যটির অবস্থান নাজুক হয়ে যায়। এই অধীনস্ততার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি জেনেশুনে অংশগ্রহণ করে এই প্রক্রিয়াকে বিস্তৃত করে এবং নিজে সক্রিয় থেকে বিষয়ে পরিণত হয় যাকে ফুকো *Subjectification* বলে অভিহিত করেন। আবার, প্যানোপটিসিজম ধারণায় তিনি বলেন, প্যানোপটিসিজম হলো *paradigm of disciplinary technology*। জেরিমি বেনথামের আধুনিক জেলখানার মডেলটিকে তিনি সামাজিক পরিসরে ব্যবহার করেন।

আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যে বিবিধ কৌশলে ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করে এবং সারাক্ষণ নজরদারিত্বে রাখে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে তিনি এই ধারণাটির প্রয়োগ ঘটান। ফুকো এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মকানুন নানাবিধ উপায়ে মানুষকে পাহারায় রাখে এবং এই নজরদারিত্বের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজেও শামিল হয় (Rabinow, 1991)। ফুকোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক যে ডিসকোর্স চালু আছে তা ব্যক্তি আত্মস্থ করে। পাশাপাশি, পরিবার ও সমাজ হতে আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত যে বোঝাপড়া গড়ে উঠে, ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজে থেকেই সেসব অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে থাকে।

আকাঙ্ক্ষা তৈরীর প্রক্রিয়া

গবেষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরীতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, প্রবাদ প্রবচন, কালচারালিস্ট ডিসকোর্স, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী[৩] ও লিঙ্গীয় পরিসরে আকাঙ্ক্ষা তৈরীতে ক্রিয়াশীল বিবিধ প্রক্রিয়াসমূহ নির্দিষ্ট জীবনমানের ধারণা হাজির করে এই শ্রেণী পেশার চরিত্রের সাথে এমনভাবে এঁটে দেওয়া হয় যে তা অর্জনে এর সদস্যরা তৎপর হয়ে উঠে। ব্যক্তি নিজ জীবনে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিবিধ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, যা ক্রমশ তাকে এসব প্রক্রিয়ার অধীনস্থ করে ফেলে। কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমরা কিভাবে অধীনস্থ হই তা মিশেল ফুকো তাঁর ভেদবিচার বা *Dividing Practice* ধারণার মাধ্যমে দেখান (Rabinow, 1991)। তার এই ব্যাখ্যা গবেষিত জনগোষ্ঠীর অনেক বিষয় বুঝতে সহায়ক। গবেষণা এলাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক যে ডিসকোর্স চালু আছে তা ব্যক্তি আত্মস্থ করে। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ সংক্রান্ত ডিসকোর্সে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীজীবী ইত্যাদি পেশা প্রাধান্যশীল অবস্থানে থাকে। ফলে, অন্য পেশাগুলো নাজুক অবস্থানে থাকে এবং কোন ব্যক্তি ঐ নাজুক পেশায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সমাজেও নাজুক অবস্থানে অর্ন্তভূক্ত হয়।

আকাঙ্ক্ষা তৈরীর নানা প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে পরিবার একটি শক্তিশালী সামাজিকীকরণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আকাঙ্ক্ষার বিষয়াদি, জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক নিয়মকানুন প্রসঙ্গে ধারণা প্রদান করে। এছাড়া, সামাজিকীকরণের অন্যান্য প্রক্রিয়া যেমন: আত্মীয়স্বজন, বেড়ে উঠার পরিবেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকাঙ্ক্ষা তৈরীতে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখে। সামাজিক শিক্ষা, আচরণের ব্যবস্থা, মিথ, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জীবন আকাঙ্ক্ষা নির্ধারণে এবং ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, আকাঙ্ক্ষা তৈরীর

অন্যতম একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে সমাজে প্রচলিত আকাঙ্ক্ষার বিবিধ ডিসকোর্সও প্রবাদ প্রবচন।*"লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে"*[৪],*"সেই নারীই আদর্শ নারী যে নারী ঘর ও বাহির উভয়ই সামলায়"* কিংবা *"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ"* এইসব প্রবাদ-প্রবচন সুখী জীবনের ধারণা, ন্যায়নীতি, ও আদর্শ জীবনধারার সংজ্ঞা হাজির করে। আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডিসকোর্স সমূহের যে বিস্তারণ সমাজে ঘটে তা সমাজ কাঠামো থেকেই সৃষ্টি হয়। আবার, রাষ্ট্রের পলিসি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পলিসিসমূহ বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে নিশ্চিত করার জন্যে নির্দিষ্ট ডিসকোর্স উৎপাদন করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট জীবন পন্থা, চর্চা, ধারণা প্রদান করে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে আদল দেয় (প্রিয়দর্শিনী, ২০০৮)। অপরদিকে, আকাঙ্ক্ষা তৈরীর আরেকটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম নারী ও পুরুষের জীবন সম্পর্কিত ধারণাসমূহ উৎপাদন করে এবং বিভিন্ন কালচারাল ডিসকোর্সের মাধ্যমে তা জনজীবনে ছড়িয়ে দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এসব কালচারাল ডিসকোর্স ও চর্চার দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় এবং ব্যক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কি হয় তা এসব প্রক্রিয়াকে পাঠ করবার মাধ্যমে বুঝতে পারি। আমার গবেষণায় আমি দেখেছি এসব প্রক্রিয়া কিভাবে সমাজের সদস্যদের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। বুর্দোর (১৯৭৭) কাজেও সমাজের *classificatory system* বুঝবার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু, আমি প্রক্রিয়াগুলো যেভাবে আকাঙ্ক্ষা তৈরীতে ক্রিয়াশীল থাকে এবং ব্যক্তি নিজস্ব অবস্থান থেকে যেভাবে এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় তা এখানে তুলে ধরেছি।

"স্বাধীনভাবে চলাটা কোন কঠিন কাজ নয় কিন্তু বিশেষ কিছু হতে চাইলে নিজ শ্রেণী ও মর্যাদাবোধের মধ্যে থেকেই তা করতে হবে। উচ্চবিত্তের অনেক টাকা থাকলেও তার তোমার-আমার মতো শিক্ষা নেই কিংবা তোমার যে সামাজিক মর্যাদা রয়েছে তা নিম্নবিত্তের নেই"। এধরনের বক্তব্য ও নির্দেশনার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষাসহ নানাবিধ বিষয়ে ব্যক্তিকে ধারণা প্রদান ও সেগুলো আত্মস্থ করবার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে পরিবার। পরিবার শাসন ও নজরদারির একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদস্যদের গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্ধারণে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন রাখে। মা-বাবাসহ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা প্রতিনিয়ত আকাঙ্ক্ষার বিষয়বস্তু কি হতে পারে তা ঠিক করে দেয়। বিশেষত, নারীদেরকে নানাভাবে পরিবারের সিদ্ধান্ত ও মতামতের উপর নির্ভরশীল করে ফেলা হয়। শৈশব থেকেই কিছু আচরণ ও আদর্শের মানদন্ডে নারীকে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। নিজ শ্রেণী ও লিঙ্গীয় অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ শৈশব থেকেই একজন নারীর কাছ থেকে কাম্য হয়ে উঠে। যদি কোন নারী এসব আচরণের সীমানা অতিক্রম করে তবে তাকে তিরস্কার বা সমালোচনা করা হয় কিংবা পরিবার নিজেই সক্রিয় থেকে তা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, আদর্শ পুরুষের ধারণা ও দায়িত্ব সম্পর্কে শৈশব থেকেই একজন পুরুষকে অভ্যস্ত করে তোলা হয়।

পরিবারের সম্মান মর্যাদা ইত্যাদি গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে এই শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে প্রতিনিয়ত নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দেয় পরিবার। আদর্শ ও সফল জীবনের বিপরীতে ব্যর্থদের উদাহরণ ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে পরিবার। পরিবারের নিজস্ব মূল্যবোধ, মান-মর্যাদা এসব বিষয় তাই ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষালাভ, পেশাজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ, পরিবারকে সহায়তা প্রদানের মতো বিষয় আকাঙ্ক্ষা করবার মতো মানসিকতা অর্জনে ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলে পরিবার। পরিবার নানা ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে শুধু আকাঙ্ক্ষা ঠিক করে দেয়না বরং ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক জগতের ভূমিকা ও সীমানা কি হবে সেটিও ঠিক করে দেয়।

পরিবার ছাড়াও নিকট আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমবয়সী দলের সদস্যদের কাছ থেকে জীবন সম্পর্কিত বিশ্ববীক্ষা তৈরী হয়। আকাঙ্ক্ষার ছাঁচ প্রদানে এবং জীবন সম্পর্কিত বিবিধ মূল্যবোধ ও ধরনের সাথে পরিচিত হয়ে উঠবার মাধ্যম হিসেবে এগুলো কাজ করে। অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করবার এসব মাধ্যম ব্যক্তির জীবন সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাগুলোকে ঢেলে সাজাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। শৈশব থেকেই আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্কের পাশাপাশি অদৃশ্য টানাপোড়েন ও প্রতিযোগিতার বিষয়টি যেমন অনেকের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়, তেমনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের দৃষ্টান্ত বা নজির হিসেবে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী দ্বারা অনেকেই প্রভাবিত হয়েছে। আবার, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের কাছে পরিবারের মর্যাদা অটুট রাখতেও ব্যক্তিকে সচেষ্ট থাকতে হয়। কারণ, সমাজে প্রতিষ্ঠিত জীবনবোধ বা জীবন আচরণের বাইরে গেলে সীমা লঙ্ঘনকারী হিসেবে সমালোচনা করার পাশাপাশি ব্যক্তির জীবনে কালিমা এঁটে দেওয়ার প্রধান ভূমিকা পালন করে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন। এভাবে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কাঠামোর প্রতি আনুগত্য ও সঠিক আচরণ আদায় করতে, আকাঙ্ক্ষার পথগুলো বাতলে দিতে কাজ করে আত্মীয়স্বজন এবং বেড়ে উঠার পরিবেশ। তবে, ব্যক্তিভেদে এই পথগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়া বা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর কাছে হেয় হওয়ার ভয় বা সংকোচ থেকে অনেকে যেমন নিজের আচরণকে নিজ ইচ্ছার বাইরে পরিসীমিত করে তেমনই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অবহেলিত হওয়ার অভিজ্ঞতা বিপরীত দিক থেকে অনেকের মাঝে আত্মমর্যাদা বোধের সূচনা করে, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়।

অপরদিকে, বন্ধু-সহপাঠী, সমবয়সীদের দ্বারা এবং বেড়ে উঠার পরিবেশ কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবেও ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়। ব্যক্তির শৈশবের আকাঙ্ক্ষাসমূহ জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এদের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হতে দেখা যায়।

আদর্শ পেশা ও জীবনের বস্তুগত ভিত্তি সুদৃঢ় করবার মতো ধারণা ও ভাবনা সরবরাহে যেমন সমবয়সীদের জানাশোনা ও মতামত প্রভাব রাখে তেমনি 'প্রথাগত' ধ্যান-ধারণার বিপরীতে ব্যক্তির নিজস্ব বোঝাপড়া তৈরীতেও এই বর্গসমূহের প্রভাব তথ্যদাতাদের জীবন অভিজ্ঞতায় উঠে আসে। আচরণ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নানা উপাদানসমূহ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতার চর্চা শৈশব হতেই ব্যক্তিকে জীবন আকাঙ্ক্ষা পূরণে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি করে। যা পরবর্তীতেও বহাল থাকে এবং অন্যসকল ইচ্ছাসমূহ ব্যতিরেকে ভালো ফলাফল এবং জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের বিষয় মুখ্য হয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এসব প্রক্রিয়া এভাবে ব্যক্তির সত্তাকে প্রভাবিত করে। একইসাথে, ব্যক্তির বেড়ে উঠবার পরিবেশ যেভাবে আকাঙ্ক্ষা নির্মাণে ভূমিকা রাখে সেটিও এখানে লক্ষনীয়। অবস্থানগত পরিবেশ, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা এসবকিছুই নারী ও পুরুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত।

আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত কালচারাল ডিসকোর্স

আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ ডিসকোর্স সময়ে সময়ে তৈরী হয়। যা কিনা রাষ্ট্রের প্রচার-প্রচারণা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আচরণের চর্চাসমূহ, দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত বয়ানাদি, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কালচারাল প্রোডাক্টস, আর্ট, ইন্টারনেট, গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নানাবিধ কালচারাল ডিসকোর্স গড়ে তুলছে। জীবন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত ডিসকোর্সগুলো উপস্থাপন, বিস্তারণ ও জিইয়ে রাখবার ক্ষেত্রে প্রচার ও প্রকাশনার নানা মাধ্যম ও উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালচারাল ডিসকোর্সগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি কিছু আদর্শ ও সময়োপযোগী বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয় এবং তা শ্রেণীমেজাজ অনুযায়ী নানাবিধ ডিসকোর্স আকারে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। শ্রেণীবোধ এবং জীবনবোধের এসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানাভাবে প্রভাবিত হয়। *"অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট থেকোনা ছাগলে মুড়ে খাবে"* এধরনের কালচারাল ডিসকোর্স মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় দেখতে চায়। এই ধরনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তির জীবন গতিপথ এবং আকাঙ্ক্ষা পরিসীমিত হয়। অপরদিকে, মধ্যবিত্তের রুচি, সংস্কৃতিবোধ, জীবনযাপনের প্রকাশভঙ্গি, আবেগ-অনুভূতি এসবের নির্মাণ ও এর মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষসুলভ ভূমিকা তৈরীতে গণ ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলো কাজ করে। এইভাবে, কালচারাল ডিসকোর্সসমূহ প্রকারান্তরে ব্যক্তির সত্তা গঠনে প্রভাব রাখে। বেড়ে উঠার নানা পর্যায়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত

জীবনধারা, জীবনবোধ ইত্যাদি নির্দিষ্ট শ্রেণী ও লিঙ্গীয় ইমেজের ধারণা তৈরী করে। যেমন, নারীর আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত ডিসকোর্স পরিবেশন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশজুড়ে থাকে এমনসব পেশা ও চরিত্র যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীকে ঘর ও বাহির উভয়ই সামলানোর প্রতি আলোকপাত করে। আদর্শ মধ্যবিত্ত কর্মজীবী নারী সম্পর্কিত ডিসকোর্স নারীকে দ্বৈত এবং প্রতিদ্বন্দী ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। আবার, আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত বয়ানসমূহ আদর্শ পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ছাঁচ প্রদান করে। একজন আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট্য, মানসিকতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি ব্যক্তির মনে গেঁথে দেওয়া হয়। নানাবিধ ডিসকোর্সে মধ্যবিত্ত শ্রেনী চরিত্রটিকে নিরীহ আর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের সাথে যুক্ত করা হয়। নিশ্চিত ভবিষ্যৎ, নির্ভেজাল আয়ের উৎস, মান-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো প্রসঙ্গগুলো এই শ্রেণীর নারী-পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও জীবন সম্পর্কিত ভাবনায় প্রতিফলিত হয়। তেমনি,*"লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে"* এই ধরণের সামাজিক ডিসকোর্সের অন্তর্নিহিত বক্তব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী সনাক্তকরণে প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই তুলে ধরে। গবেষণায় অংশগ্রহনকারী অনেকের মতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে শিক্ষা। শিক্ষার সামাজিক ও বৈষয়িক সুফলের গুরুত্ব এধরনের ডিসকোর্সের মধ্যে দিয়ে তারা বারংবার অনুধাবন করেছেন। ফলে, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রধানতম অনুষঙ্গ হিসেবে শিক্ষাকে একটি অনিবার্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করতে এ ধরণের সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

তবে, ব্যক্তিবর্গের আকাঙ্ক্ষা যে শুধুমাত্র এইসকল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হয় তা নয় বরং কাঠামোর সাথে ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা বজায় থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী কিংবা পুরুষ অনেকক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাখ্যা ও বোঝাপড়া অনুযায়ী এসব ডিসকোর্স ও বয়ানের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু বিকল্প যেমন ব্যক্তি গ্রহণ করে তেমনি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। আকাঙ্ক্ষা তৈরীর বিবিধ প্রক্রিয়া যদিও ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ রাখতে চায় তথাপি, ব্যক্তির আত্ম বা নিজ বোঝাপড়াও সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয় যা চুড়ান্তরুপে ব্যক্তির সত্তা গঠনের সাথে সম্পর্কিত। *অহনা* যেমন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজ আকাঙ্ক্ষাপূরণে উচ্চশিক্ষা লাভে অনড় থেকেছে। তেমনি, পরিবারের সম্মান, প্রতিষ্ঠিত জীবনের চেয়েও *সানজিদার* কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের সফল পরিণতি। নারী পুরুষ প্রত্যেকেই কাঠামোর বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরুপে বিলীন হয়না, আত্মকে প্রতিষ্ঠার সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে কাঠামোর মধ্যে নিজেদের অবস্থানও জারী থাকে।

আকাঙ্ক্ষা পূরণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী-পুরুষের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতা

আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিবর্গের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতায় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিভেদে আকাঙ্ক্ষাপূরণে নির্দিষ্ট সক্রিয়তা গড়ে উঠবার উৎস হিসেবে কাজ করে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও পরিকল্পনা, মনোভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সম্পর্ক এবংসামাজিক যোগাযোগের মতো বিষয়াদি। লিঙ্গভেদে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষাপূরণ করতে গিয়ে যেসব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে সে অনুযায়ী তাদের নিজ জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক আকাঙ্ক্ষাপূরণে সক্রিয়তার ধরনে পরিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষাপূরণে ব্যক্তির সক্রিয়তার ফলাফল; ইতিবাচক অর্জন ও অভিজ্ঞতা যেমন ব্যক্তির সত্তা গঠনকে প্রভাবিত করে তেমনি কৌশলসমূহের অকার্যকারিতা ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যক্তির সত্তা ও মনোগড়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। নির্দিষ্ট কোন আকাঙ্ক্ষার পরিণতি ব্যক্তিকে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার দিকে ধাবিত করে। এইভাবে, আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সত্তা প্রতিনিয়ত নির্মিত হয়। এ প্রসঙ্গে বাটলার (২০০৫) এর চিন্তাভাবনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তার মতে,'আমি কি' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে আদার বা অপরের ধারণাটিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ, সাবজেক্ট আমি'র বিন্যাসে আদার বা অপরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেইসাথে 'নর্ম এবং মোরাল সায়েন্স' প্রতিনিয়ত কিভাবে আমি (আই) ধারনাকে নির্মাণ করে সেটিও তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন। Adorno এর মোরাল সায়েন্সের ধারণার সূত্রে তিনি দেখান, মোরাল সায়েন্স ও নীতি নৈতিকতার বিষয়সমূহ কিভাবে ব্যক্তিকে নির্মাণ করে। বাটলারের মতে, আমি বা নিজকে শুধুমাত্র নিজের সাপেক্ষে অনুধাবন করা যায়না বরং অন্যের মূল্যায়নের মধ্যে দিয়েও নিজ ধারণাটি নির্মিত হয় (cited in Parvin, 2014)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবস্থান থেকে নারী ও পুরুষ সদস্যরা সামাজিকভাবে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদি অর্জনে সক্রিয় থাকে। এই সক্রিয়তা পারিবারিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের আওতায় থেকে ব্যক্তি আয়ত্ব করে। তবে, সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলো যেমন একরকম নয় তেমনি একই শ্রেণী অবস্থানে থেকেও ব্যক্তির বোঝাপড়া ও সক্রিয়তা; পারিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতির কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। ব্যক্তিক, পরিবারিক ও শ্রেণী পরিসর থেকে সক্রিয়তার নানাবিধ ধরন লক্ষ্য করা যায়। কোন ক্ষেত্রে একটি পরিবারের সকলেই আকাঙ্ক্ষাপূরণে সুনির্দিষ্টভাবে সক্রিয় থাকে। যা কিনা সামগ্রিকভাবে এই পরিবারের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবস্থান নির্মাণে কার্যকরী হয়। পারিবারিক বা ব্যক্তিক পর্যায়ে জীবন আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য পূরণে সামাজিক পুঁজির কার্যকরী ভূমিকা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বিপরীতভাবে, কোন কোন পরিবারের শোচনীয় অবস্থার জন্যে

আত্মীয়-স্বজনেরাই দায়ী থাকে। অন্যদিকে, পরিবার কিংবা অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যক্তি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং বিবিধ সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ধাবিত হয়। এইভাবে, ব্যক্তিক পরিসরে আকাঙ্ক্ষার ধরন ও সক্রিয়তা পারিপার্শ্বিক নানা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রভাবিত হয়। যেমন, বড়ভাই মারা যাওয়ার পর *রুদ্র* পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠে। প্রকৌশলী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করার জন্যে তাকে সক্রিয় হতে হয় এবং সেলক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে সম্পর্কগুলো সচল রাখার চেষ্টা করে, যা কিনা পরবর্তীতে তার কর্মসংস্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বুর্দো (২০০৪) ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের এই জায়গাগুলোকে বিকল্প পূঁজি হিসেবে দেখেছেন, যাকে তিনি 'সামাজিক পূঁজি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। গবেষণায় *রুদ্রের* মতো অনেকের বয়ানে এই সামাজিক পূঁজির বিষয়টি উঠে আসতে দেখা যায়।

নিজ আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে নারী ও পুরুষভেদে সক্রিয়তাসমূহ নানাভাবে বজায় থাকে। তবে, ব্যক্তি নিজ অবস্থান থেকে সক্রিয়তার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখলেও, আকস্মিক ঘটনা ও পরিস্থিতি তাকে এমন সব অভিজ্ঞতার দিকে ধাবিত করে যা ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা যুক্ত করে। পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যু, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তন যেমন, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি শুধুমাত্র ব্যক্তির জীবনের কোন একটি অংশকে প্রভাবিত করে না বরং সামগ্রিকভাবে জীবনযাপনের সকল বিষয়ের উপর প্রভাব রাখে। *রাবেয়ার* স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার ঘটনা তার জীবন আকাঙ্ক্ষাকে মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টে ফেলতে বাধ্য করে। আবার, বাবার মৃত্যুর পরে নাটকের দল ছেড়ে *কামরুলকে* সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় এবং সে জন্যে তাকে চাকুরীতে নিয়োজিত হতে হয়। তথাপি, ব্যক্তির সক্রিয়তায় নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ প্রাধান্য পায়। ব্যক্তির নিজ আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যসমূহ প্রকারান্তরে তার সক্রিয়তাকে প্রভাবিত করে। তবে, অনেকক্ষেত্রে কাঠামোর বাইরে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষাগুলো চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। পরিবার বা সামাজিক কাঠামোর সিদ্ধান্তের থেকে কোন কিছু করতে চাওয়ার অভিজ্ঞতা তাই স্বভাবতই ভিন্ন হয়। ফলতঃ আকাঙ্ক্ষা পূরণে অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তা পাশাপাশি চলতে থাকে, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার জীবন পরিকল্পনা ও পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম নির্ধারণ করে।

আকাঙ্ক্ষা পূরণে নারী-পুরুষের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা

জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সক্রিয়তার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কৌশলসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যের পাশাপাশি ভিন্নতাও লক্ষনীয়। নারীর ক্ষেত্রে এই ভিন্নতার জন্যে সমাজ ও সংস্কৃতিসৃষ্ট মনোভঙ্গি ও বাস্তবতা অনেকখানি দায়ী। পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো কিছুক্ষেত্রে নারীর জীবনাকাঙ্ক্ষাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। পরিবার, সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ দ্বারা নারীর জন্যে যেসব ভূমিকা ঠিক করা হয় তা তাদের সক্রিয়তায় পুনঃ পুনঃ প্রভাব রাখে। নারীর কাজ, ভূমিকা ও আকাঙ্ক্ষা কি হতে পারে এ সম্পর্কিত বক্তব্য, নানা প্রচারণা তাদের কৌশলের ভিন্নতা তৈরী করে। তাছাড়া, নিজ আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামো দ্বারা নারীর ইমেজে যে কালিমা অঙ্কিত হয় যেমন, *সানজিদার* পছন্দ করে বিয়ে করার মতো ঘটনা যেসব তিরস্কার ও সামজিক বিযুক্তিকরণের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সেটি তার জন্যে আলাদা অভিজ্ঞতা ও অন্যদের জন্যে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বিপরীতভাবে, কোন পুরুষ সদস্যের এইধরনের ভূমিকা সমাজ কর্তৃক একই আঙ্গিকে পাঠ করা হয়না। *রাবেয়ার* স্বামী তার সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে দ্বিতীয় বিয়ে করবার ঘটনা *রাবেয়ার* ইমেজে কালিমা এঁটে দেয় যে স্বামী ও পরিবার সামলানোর জন্যে সে যোগ্য নয়। আবার, নিজ পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। স্বামীর সংসার ও নিজ পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বজায় রাখার পাশাপাশি ডাক্তারিবিদ্যায় পড়াশোনা করতে গিয়ে পুরুষ সহপাঠী ও শিক্ষকদের আচরণ ও ভাষার প্রয়োগ, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ *রানুর* পেশাগত আগ্রহের জায়গা নির্ধারণে প্রভাব রাখে। এসকল পরিস্থিতিতে নারীর সক্রিয়তা ভিন্ন উপায়ে, ভিন্ন মাত্রায় বজায় থাকে। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিক্রিয়ায় *রাবেয়া* যেমন বিকল্প আয় উপার্জন ও আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় সন্তানদের নিয়ে জীবনপথ পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন। তেমনি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভে নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন নিজের মেয়ে সন্তানদের দ্বারা পূরণ করবার জন্যে উদ্যোগী থাকেন *আফসানা*। এভাবে, একজন নারী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। অধিকন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে নারী নিজস্ব বোঝাপড়া ও ভাবনা থেকেও পুরোপুরি বিলীন হয়না।

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন, ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ আর নিজ লক্ষ্যসমূহ পূরণে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর পুরুষ সদস্যদের মধ্যেও সক্রিয়তার বিবিধ ধরণ বজায় থাকতে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিসরে মূল্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ থেকে সৃষ্ট ভূমিকাসমূহ পুরুষ তথ্যদাতাদের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতায় নানাভাবে প্রভাব রাখে। যা কিনা তথ্যদাতাদের কারো কারো বক্তব্যের মধ্যে টের পাওয়া যায়। "*হাঙরের বাচ্চা যেমন জন্মের পর খাওয়ার জন্যে দৌড়ায় তেমনি আমিও পরীক্ষা দিয়েই চাকুরীর জন্যে দৌড়াচ্ছিলাম। এক সময় মনে হতো কয়টা টাকা হলে কতো কি করে ফেলবো। কিন্তু*

এখন হাতে অনেক টাকা থাকলেও কাজ করার কোন সুযোগ নেই" । আবার, পরিবারে অর্থ যোগানের দায়িত্ব কাঁধে নিতে গিয়ে একজন তথ্যদাতা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চিন্তা বাদ দিয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি কোচিং ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। এইভাবে, মধ্যবিত্তের জীবন সম্পর্কিত ভাবনায় শ্রেণীবোধ ও দায়িত্ববোধ পুরুষ সদস্যদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকেও সীমায়িত করে। ফলে, ছাত্রজীবনে নাট্যকর্মী বা কবি-সাহিত্যিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা চাকুরী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এখানে আরো লক্ষনীয় যে, পছন্দের ব্যক্তিত্ব কিংবা কাছের মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ও মধ্যবিত্ত পুরুষের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং সেই অনুযায়ী সক্রিয় হতে উদ্যোগী করে। তথাপি, শিক্ষাগত, সামাজিক, পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে পুরুষ সদস্যদের নিজস্ব সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় এবং সীমিত পরিসরে হলেও কেউ কেউ নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণেও উদ্যেগী থাকে।

আকাঙ্ক্ষার স্বরুপ একক ও স্থির নয়, আকাঙ্ক্ষা গঠিত ও পুনঃগঠিত হয়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেভাবে আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠে এবং ব্যক্তির সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেভাবে আকাঙ্ক্ষার রুপটি নির্মিত ও পুনঃনির্মিত হয় সেটি জুডিথ বাটলারের (১৯৯০) *Notion of performativity* এর ধারণা দিয়ে বুঝা যায়। অর্থাৎ, ব্যক্তির মধ্যে যেসব আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয় সেগুলো পূরণ করবার জন্যে সে তৎপর হয়ে উঠে। আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যক্তির সফলতা কিংবা ব্যর্থতার ফলাফল অনুযায়ী ব্যক্তি প্রতিনিয়ত তার পরবর্তী করণীয় ঠিক করে। অর্থাৎ, পারফর্ম করবার বিষয়টি চলমান থাকে, সমাজ কাঠামো ব্যক্তির কাছে পারফর্মেন্সের পুনরাবৃত্তি আশা করে (cited in Parvin, 2014)। আবার, সামাজিক ভূমিকার বিবিধ ডিসকোর্স, নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও কাঠামোর প্রেক্ষিতে এবং আদার বা অপরের মূল্যয়নের ভিত্তিতে ব্যক্তির আইডেন্টিটি নির্মিত হয় বলে মনে করেন হল (১৯৯৬)। আর এ প্রসঙ্গে বাটলার (১৯৯০) বলেন, আইডেন্টিটি গড়ে উঠে সীমানা আরোপ আর সীমানা অতিক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রদত্ত ভূমিকাগুলো পালনের পাশাপাশি নিজ আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণেও ব্যক্তি তৎপর থাকে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির আইডেন্টিটি গড়ে উঠে।

এইসকল তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার সূত্রে বলা যায় বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রভাবিত হয় তেমনি, সমাজ কাঠামোর নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি তৈরী হয়। ব্যক্তির জীবনের বিবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ কিংবা নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্কে যুক্ততা বা বিযুক্ততা এসবকিছুই আকাঙ্ক্ষার স্বরুপটিতে পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক ও

ঘটনার আন্তঃপ্রবিষ্টতার ফলে বিভিন্ন সময়ে আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন চেহারা তৈরী হয়। সময়ের সাথে সাথে কাঠামোর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার রূপগুলো বিবিধ চেহারা লাভ করে। কাঠামোর মধ্যে সৃষ্ট ঘটনাবলী ব্যক্তির করণীয়কে প্রভাবিত করার মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার স্বরুপটিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আবার, একটা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে অন্যটির ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করতে হয়, ক্রমাগত বোঝাপড়া ও হিসাবনিকাশের মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থান ঠিক করতে হয়। অধিকন্তু, মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিসরে প্রতিষ্ঠিত জীবন আকাঙ্ক্ষার ধারণাগুলো একটা অন্যটাকে খারিজ করে দেয়। প্রতিনিয়ত নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যক্তি নানাবিধ পারফর্মেন্সের সাথে যুক্ত থাকে, ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনা ও পরিকল্পনার পাশাপাশি অন্যের (ব্যক্তি; সমাজ) আকাঙ্ক্ষাগুলো ব্যক্তির কাজের মধ্যে নানাভাবে প্রতিফিলিত হয়। শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী-পুরুষের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি এসবের মধ্যে দিয়ে নানাবিধ চেহারা লাভ করে। ফলে, জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলো সময়, স্থান ও কাঠামোর প্রেক্ষিতে গড়ে উঠে, যা একক, সার্বজনীন, স্থির কিংবা অনড় কোন বিষয় নয়।

নির্দিষ্ট শ্রেণীচেতনা হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীবোধ ও দায়িত্ববোধসমূহ আকাঙ্ক্ষা তৈরীতে ভূমিকা রাখে। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ, মধ্যবিত্তের জীবনাচরণ, জীবনবোধ ইত্যাদি নানা কায়দায় উপস্থাপিত হয় এবং ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী পরিচয় লাভের লক্ষ্যে সেই মোতাবেক শিক্ষা, পেশা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অর্জনে মনোযোগী থাকে। মধ্যবিত্ত নারী ও পুরুষের প্রতি নির্দেশনা থাকে যে, *'নিজ সীমানার বাইরে খুব উপরে যাওয়া যাবে না, নীচেও নামা যাবেনা'*। এসব নির্দেশনা, আচরণের গাইডলাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার স্বরুপ সংক্রান্ত একটি কাঠামো নির্মাণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। বর্গ হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা, আবেগ, বিশ্ববীক্ষা, সামাজিক অবস্থান থেকে একজন নারী বা পুরুষকে প্রতিনিয়ত *Trades off* বা বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এর মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার স্বরুপটি প্রতিনিয়ত নির্মিত হতে থাকে। তবে, ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা, পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যেভাবে নারী ও পুরুষের আকাঙ্ক্ষা নির্মিত হয় তার আলোকেও আকাঙ্ক্ষার স্বরুপকে পাঠ করতে হবে। শ্রেণী ও লিঙ্গীয় পরিসরে নারীর জন্যে সৃষ্ট বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভূমিকাসমূহ যেভাবে নারীকে উপস্থাপন করে তেমনি নারী যেভাবে এগুলোকে আত্মস্থ করে সেসবই তার আকাঙ্ক্ষার রুপ নির্মাণে কাজ করে। পরিবারে ও সমাজে বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের আধিপত্যের বিপরীতে মধ্যবিত্ত নারীর আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি একাধারে যেসকল সমঝোতা, প্রতিরোধ ও আপোসের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয় তা নারীর আকাঙ্ক্ষার স্বরুপটিকে বুঝতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। সেইসাথে, নিজ আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামো দ্বারা তিরস্কার ও সামাজিক

বিযুক্তিকরণের মতো অভিজ্ঞতা কিংবা পুরুষ আধিপত্যের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটিকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অপরদিকে, মোটাদাগে সকল মধ্যবিত্ত পুরুষের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটিকে সরলীকরণ করারও সুযোগ নেই। পুরুষ সদস্যদের কেউ কেউ পরিবারে মত প্রকাশ ও নিজ চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হলেও 'আদর্শ' পুরষ হয়ে উঠবার প্রক্রিয়ার সাথে ব্যক্তি পুরুষকে অনেকক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে হয়। পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাশিত দায়িত্ববোধ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ তৈরীতে কাজ করে। 'আদর্শ মধ্যবিত্ত পুরুষ' হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্যে যতোটা লক্ষ্য করা যায়, তারচেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পেশাজীবনে সফলতা, পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণের মতো মনোভাবকে রীতি ও চর্চা হিসেবে গ্রহণ করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন বয়সস্তরে ও জীবনের নানা পর্যায়ে এভাবে নারী ও পুরুষের জন্যে নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার বিবিধ রুপ প্রতিনিয়ত নির্মিত হতে থাকে।

তথাপি, ব্যক্তির নিজ সত্তা ও আকাঙ্ক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েও আকাঙ্ক্ষার স্বরুপটি প্রতিফলিত হয়। মধ্যবিত্ত নারী ও পুরুষের বক্তব্যে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষার চেহারাটি শুধুমাত্র পরিবার বা সমাজ নির্দেশিত কাঠামোর মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেনা বরং সেখানে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতেও তারা সচেষ্ট থাকে। পরিবারের সংকটে, সামাজিক পরিস্থিতিতে "*জোর করে পীরের মুরিদ*" হয়েও নিজেদের মনোবৃত্তি এবং চাওয়া পূরণে সক্রিয়তা জারী থাকে। অর্থাৎ, জীবনে প্রাধান্যশীল আকাঙ্ক্ষাগুলোর পাশাপাশি ব্যক্তির নিজ ভাবনাগুলোও বজায় থাকে এবং একক কোন আকাঙ্ক্ষা নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রধান হয়ে উঠে।

উপসংহার

ময়মনসিংহ শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী ও পুরুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে একক বা স্থির কোন রুপ হিসেবে পাঠ করা যায়নি। গবেষিত জনগোষ্ঠী আপাতদৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স দ্বারা প্রভাবিত হলেও পাশাপাশি এটিও লক্ষনীয় যে, ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা, নির্দিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠে এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। তাই, সমাজ কাঠামো, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে এবং ব্যক্তি জীবনের যে নানাবিধ বাঁক রয়েছে তা অন্বেষণের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষার স্বরুপকে বুঝতে হবে। এই গবেষণায় দেখা যায়, গবেষিত জনগোষ্ঠী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে পূরণ করতে গিয়ে নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যা কিনা তাদের নতুনভাবে সক্রিয় করেছে।

কাঠামো, মূল্যবোধ, সমাজ নির্দেশিত ভালো-মন্দ, জীবনসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ধারণার পাশাপাশি ব্যক্তি তার স্বীয়বোধ বা ব্যাখ্যা দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার ছাঁচ তৈরী করে। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায়, আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক এই রচনা সমাজ কাঠামোর পাশাপাশি ব্যক্তির স্বীয় বক্তব্য কিভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়, সে সংক্রান্ত ব্যাখ্যা হাজির করেছে।

টীকা:

[১]লাঁকা বলেন সাবজেক্টের আকাঙ্ক্ষা অন্যের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়, অন্যের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত থাকে। সাবজেক্ট অন্যকে নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট করে, অন্যের মতো হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। আবার, অন্য বা আদার আদতে সেলফ রিফ্লেকশন, এইক্ষেত্রে তাই আকাঙ্ক্ষা নিজেরও আকাঙ্ক্ষা। তবে, জিল দলুজ ও ফেলিক্স গুয়াতারি (১৯৮৩) বলেন, আকাঙ্ক্ষা বিকেন্দ্রিভূত, ডাইনামিক এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত নির্ভর। দলুজ ও গুয়াতারি, রাজনীতি ও পূজিবাদের ম্যাক্রো কাঠামোর পাশাপাশি এর সাবজেক্টের মলিকুলার জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত করেন। তাদের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে সাবজেক্ট 'Desiring Machine' এ পরিণত হয় (বোকক, ১৯৯৯)। অন্যদিকে, ফ্রয়েড যেভাবে নারী ও পুরুষকে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ধারণার মাধ্যমে তাদের আলাদা করেছেন এবং লাঁকা আকাঙ্ক্ষার যে ফ্যালিক চরিত্র দেয় তার বিপরীতে নারীবাদীরা যুক্তি তুলে ধরেন। নারীবাদী তাত্ত্বিক জুডিথ বাটলারের (১৯৯০) মতে, বর্ণগত ও লিঙ্গীয় কল্পনা দিয়ে আকাঙ্ক্ষা গঠিত হয়। তাই এটির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। আমি আকাঙ্ক্ষাকে তাই দলুজ ও গুয়াতারি এবং নারীবাদীদের সংজ্ঞায়ন দিয়ে বুঝতে চেয়েছি এবং ব্যক্তির জীবনের নানা পর্যায়ে যে বিবিধ ও বৈচিত্রপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক আকাঙ্ক্ষা থাকে সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছি।

[২]প্রবন্ধটি গবেষণার ভিত্তিতে রচিত। স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অংশ হিসেবে গবেষণা মনোগ্রাফ রচনার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হয়। ময়মনসিংহ জেলাসদরে শহর ও শহরতলীর কিছু এলাকায় এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বয়স ও পেশা, বিবাহিত ও অবিবাহিত ইত্যাদি ক্যাটাগরির প্রতি লক্ষ্য রেখে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও লিঙ্গীয় পরিসরে ২৫ জনকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। গুণগত গবেষণা পদ্ধতির ভিত্তিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়। তথ্য সংগ্রহে প্রধানত অকাঠামোগত সাক্ষাতকার, পর্যবেক্ষণ ও জীবন ইতিহাস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচিত নারী-পুরুষ তথ্যদাতাদের অনেকেই আমার পূর্বপরিচিত এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও

ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো। যা কিনা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তা প্রসঙ্গে জানবার ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেছে।

[৩]মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আমরা চিনতে পারি তাদের আয়, পেশার ধরন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সমাজ কাঠামোতে অবস্থান, গৃহস্থালী ও আত্মীয়তা সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ, ভূমিকা এসবের মধ্যে দিয়ে। অর্টনার (২০০৬)বলেন, সমাজের যে সকল ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছা বিদ্যমান এবং যারা একটি পর্যায় পর্যন্ত বস্তুত সাফল্য অর্জনে সক্ষম তাদের মধ্যবিত্ত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। অপরদিকে, আহমেদ ও চৌধুরী (২০০৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে চাকুরী, আধুনিক শিক্ষা এবং একবিবাহ পরিবার এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে যুক্ত করেন।

[৪]লেখায় তথ্যদাতাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থের নাম,উদ্ধৃতিমূলক বাক্য, ইংরেজী প্রত্যয়, প্রবাদ-প্রবচন,তথ্যদাতাদের নাম ও তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতালিক ফর্ম ব্যবহার করেছি।

কৃতজ্ঞতা

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাহীনা পারভীনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এইজন্যে যে, তিনি প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও লেখাপত্র দিয়ে এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে এটিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে সাধ্যমতো সহায়তা করেছেন। এছাড়াও, প্রবন্ধটি পাঠ করে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে লেখাটি দাঁড় করাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবার জন্যে এই প্রবন্ধের পর্যালোচকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

তথ্যসূত্রঃ

Brooker, P. 1999. *A Glossary of Cultural Theory*, New York, Oxford University Press.

Bourdieu, P. 1977, *Outline of A Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press.

Butler, J. 1987, *Subjects of Desire: Hegelian Reflections in twentieth century France*, New York, Colombia University Press.

Butler, J. 1990, *Gender Trouble*, London & New York: Routeledge.

Butler, J. 2005, *Giving an Account of Oneself*, New York: Fordham University Press.

Davis, M. 2002, *The New Culture of Desire*, New York, The Free Press.

David, M. 2000, *The Penguin Dictionary of Critical Theory*, London, Penguin Books.

Danaher, G., Schirato. T.& Webb, J. 2001, Understanding Foucault, Delhi: Motalai, Banarsidass Publishers Private limited.

Giddens, A. 1973, *The Class Struggle of the advanced societies*, London, Hutchinson.

Giddens, A. 1979, *Central problems in Social Theory: Action, Structure & contradiction in social analysis*, Berkely, University Of California Press.

Gardner, K. 2008, Migration and the Life Courses: Cases from Bangladesh, *Nrivignana patrika*, Vol. 15, Dhaka, Jahangirnagar University.

Hall, S. 1996, Who Needs Identity in Stuart Hall and Paul du Gayed eds. *Questions of Cultural Identity*, Sage publications.

Lacan, J. 1977, Ecrits*: A Selection.Trans*, Alan Sheridan, London.

Mageo, J. M. 2002, *Intertextual Interpretation, Fantasy and Samoan Dreams*, http://www.sagepublications.com.

Mead, M, 1928, *Coming of Age in Samoa*, USA, American Museum of Natural History.

Osterwegel, A. & Wicklund, R. 1994, Introduction: The Self from all Directions, Edited by Oosterwegel, A. and Wicklund, R. *The self in European and North American Culture: Development and Process*, Netherland: Kluwer Academic Publishers.

Parvin, S. 2014, Why does a woman want to be a Mother? Unpublished article.

Rabinow, P. 1991, An Introducton to Foucault's Thought, *The Foucault Reader*, London, Penguin Books.

Shore, C. &Wright, S. 1997, *Anthropology of Policy: Critical perspectives on Governence and Power,* London and New York: Routledge.

Shostak, M. 2000, *Nisa, The Life and Works of a Kung Women,* Harvard University Press.

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস ২০০৩, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ: সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

স্নিগ্ধা, রেজোয়ানা করিম ২০১০, সত্তার ধারণায়ন : একটি তত্ত্বীয় বিশেষণ, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, সংখ্যা-১৫, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রিয়দর্শিনী, আনমনা ২০০৮, জনসংখ্যা পলিসি: শাসন-শৃঙ্খলা-সার্বভৌমত্বের নতুন অক্ষ, *সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা*- ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

পারভীন, শাহীনা ২০০৯, রাষ্ট্র, নারী ও গর্ভনিরোধক পদ্ধতির ব্যবহার কেস নরপ্ল্যান্ট, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা-১৪, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।